# উৎপল দত্ত

সব্যসাচী রায়চৌধুরী

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

## ।। লেখকের কথা ।।

আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে, ১৯৬৫ সালে, মিনার্ভাতে 'কল্লোল' দেখেছিলাম আমি, বড়োমামার হাত ধরে। তখন আমার বয়স সতেরো, মফস্‌সল থেকে কলকাতার কলেজে পড়তে যাওয়া সদ্য বয়োপ্রাপ্ত এক কিশোর। নাটক বুঝিনি তেমন কিছু, কিন্তু উত্তেজিত হয়েছিলাম খুব। তখন কিছুই জানি না—কে উৎপল দত্ত, কীই বা লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, কীই বা নৌবিদ্রোহ। ফেরার পথে বড়োমামার কাছে কিছু কিছু জানলাম। তিনি একটু 'বামঘেঁষা' বলে আমার কংগ্রেসি মামা-বাড়িতে বেশ অসন্তোষ ছিল।

ক্রমে কলকাতার নানা মঞ্চে নানা নাটক দেখেছি। নিয়মিত নয়, অনিয়মিত। বহুরূপী, নান্দীকার, পি এল টি ইত্যাদি। তখন, সেই অল্পবয়সে একটা তুলনা করার ঝোঁক থাকত—কে বড়ো—শম্ভু মিত্র, অজিতেশ না উৎপল?

তারও পরে উৎপলের সিনেমা দেখেছি। বেশিরভাগই বাংলা,

তবে হিন্দি 'গোলমাল' আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভিলেনের তুলনায় কমেডিয়ান উৎপলকেই আমার বিশেষ পছন্দ।

আমি যখন কলেজ-ছাত্র (১৯৬৩-৬৯), কলকাতায় তখন আসন্ন কালবেলার সূচনা পর্ব। কয়েক বছরের মধ্যেই আসবে সত্তরের দশক। কলকাতার অলিতে গলিতে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিমণ্ডলে তারই প্রস্তুতি চলছে। তার মধ্যেই খবরের কাগজে থাকে নানাধরনের হিংসাত্মক খবর, রাজনৈতিক খুনোখুনি, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, এম-এম (এল) সংঘর্ষ, ইত্যাদি। এই রাজনীতি আমার চির-অপছন্দ।

অর্থাৎ এ দিক দিয়ে আমি উৎপলের মতের বিপরীত মেরুতে বাস করি। তবুও তাঁর দিকে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য। তাঁর 'কথায় ও কাজে-এক-জীবনযাপন' এবং অসামান্য মেধা ও পাণ্ডিত্যের জন্য। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখেছি তাঁর নাটক ও অভিনয়, গভীর মনোযোগে পড়েছি তাঁর নাটক ও প্রবন্ধাবলি আর আবিষ্কার করেছি তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা। কী বিপুল তথ্য সেখানে! কী গভীর পড়াশুনো তাঁর শেকসপিয়ারে, মার্কসে; মাইকেল, গিরিশ, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা নাট্যসাহিত্যে, কিংবা আলথুসের, লুকাস, পিসকাটার অথবা ব্রেখ্‌টে। সমসাময়িক অথবা ঐতিহাসিক, দেশের ও বিশ্বের সব তথ্য তাঁর নখদর্পণে। কতগুলো ভাষা তাঁর আয়ত্তে! অবিশ্বাস্য প্রতিভা। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় 'যে-কোনো দেশে উৎপলের মতো বহুমুখী প্রতিভা বিরল।' তাঁর জীবন, নাট্যদর্শন, নাট্যপরিচালনা, অভিনয়, আবৃত্তি, বাগ্মিতা, অকুতোভয়তা—এসব জানতে জানতে অনিবার্য হয়ে উঠল তাঁকে নিয়ে লেখার ভাবনা। আমি থিয়েটারের লোক নই, রাজনীতির লোক নই তবুও কোনো জাদুবলে উৎপল আমার আগ্রহের লক্ষ্যে চলে এলেন। মনের মধ্যে একটা অস্থির

আবছা ছায়াচিন্তা, কোথায়, কীভাবে যেন মনে হয় এই মানুষটির জীবনের সঙ্গে অদ্ভুত এক সাদৃশ্য আছে ডিরোজিও কিংবা আর এক দত্ত-কুলোদ্ভব বাঙালি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের।

২০১১ সালের কলকাতা বইমেলায় হঠাৎ নজরে আসে অরূপ মুখোপাধ্যায়ের একটি বই, উৎপল দত্ত : জীবন ও সৃষ্টি। কৌতূহলী হয়ে বইটি কিনি। বইটি পড়ার পর আমার উৎপল-আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আমি আরও উৎপল-সংক্রান্ত বই সংগ্রহ করে পড়তে থাকি এবং একটা অন্যরকম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আবিষ্কার করে উৎপল-আক্রান্ত হয়ে পড়ি।

গত কয়েকবছর ধরে 'পুনশ্চ'-কর্ণধার শঙ্করীভূষণ নায়ক ও তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র সন্দীপ ও সপ্তর্ষি আমাকে তাঁদের প্রকাশনায় লিখবার সুযোগ দিয়ে আসছেন। শঙ্করীবাবুকে উৎপল-প্রসঙ্গে লিখবার ইচ্ছার কথা জানাতেই তিনি সানন্দ-সম্মতি দেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বইটি লিখবার প্রাক্কালে আমাকে বিভিন্নভাবে যাঁরা প্রভূত সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, কাঞ্চন সরকার, প্রদীপ মিত্র, মুকুল সিদ্দিকি, সুবিনয় দাশ, স্বপন রায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল হক। এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

একই সঙ্গে 'পুনশ্চ'-প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মীকেও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

২৫ বৈশাখ, ১৪২০
সিউড়ি, বীরভূম

বিনীত গ্রন্থকার
সব্যসাচী রায়চৌধুরী

## ।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

### পরিবার, ছেলেবেলা, শিক্ষা, নাট্যাভিনয়
### (১৯২৯-১৯৪৪)

তখনও ভারতে ব্রিটিশ-শাসন। অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলায় ছিল দত্তদের আদি বাসস্থান। তারপর কোনো এক সময়ে দত্তদের কেউ একজন কুমিল্লা থেকে উঠে এসে বাস করতে শুরু করেন কীর্তনখোলা-বরিশালে। সেখানকার উচ্চবিত্ত দ্বিজদাস দত্তের পুত্র সুপণ্ডিত গিরিজারঞ্জন দত্ত। তিনি ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত হয়ে কলকাতায় আসেন এবং বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন। তাঁর স্ত্রী শৈলবালা। তাঁদের আট পুত্র-কন্যা; পাঁচটি পুত্র, তিনটি কন্যা। আট ভাইবোনের চতুর্থ জন উৎপলরঞ্জন দত্ত।

উৎপলরঞ্জন দত্ত, যিনি পরে উৎপল দত্ত নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর জন্মস্থান কোথায় তা নিয়ে সামান্য দ্বন্দ্ব আছে। তাঁর জীবনীকার ও গবেষকরা মনে করেন তাঁর জন্ম বরিশালে, কিন্তু উত্তরকালে উৎপল অনেককে বলেছেন তাঁর জন্ম শিলঙে,

মামাবাড়িতে। এটা কোনো বিভ্রান্তি, নাকি এটা পরিহাসপ্রিয় উৎপলের কৌতুক-উক্তি সে রহস্যের কিনারা হয়নি।

উৎপলের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ। তাঁর পারিবারিক ডাক নাম শংকর। বড়ো হয়ে উৎপল, 'উৎপলরঞ্জন'-এর 'রঞ্জন' এবং ডাকনাম শংকর দুটিই বর্জন করেছিলেন। দেশ জুড়ে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছেন উৎপল দত্ত নামে।

গিরিজারঞ্জন পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যাপারে, বিশেষত তাদের ওয়েস্টার্ন কালচারে শিক্ষিত করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। নিজের মধ্যেও ছিল সাহেবিয়ানা ও উচ্চাভিলাষ। তাই তিনি অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে ইংরেজ সরকারে প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করেন এবং 'জেলার' হন। তখন সেই পদের মর্যাদা বেশ উঁচু এবং সমীহসৃষ্টিকারী। এই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বাড়িতে একটি সাহেবিয়ানার হাওয়া বইতে শুরু করে। ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ কর্মক্ষেত্র যাতে মসৃণ হয় তার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ির অন্দরমহলেও যথেষ্ট ব্রিটিশ আদবকায়দার চর্চা হত। ফলে পরিবারে ব্রিটিশ-প্রভাব বিস্তৃত হয়। উচ্চাভিলাষী গিরিজারঞ্জন অগ্নিযুগের বাঙালি বিপ্লবীদের নির্যাতন নিপীড়ন করেও সরকারের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। ফলত, বিপ্লবীদেরও আক্রমণের টার্গেট ছিলেন তিনি। সেজন্য, তাঁর নিজের জন্যে তো বটেই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্যও দেহরক্ষীর ব্যবস্থা ছিল।

ছ বছর বয়সে, ১৯৩৫ সালে শিলঙের সেন্ট এডমন্ডস স্কুলে ভরতি হন উৎপল। পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানা ও আভিজাত্যে পূর্ণ সেই ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় উৎপলের ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষার এবং চরিত্রগঠনের আতুরঘর।

কিছুদিনের মধ্যেই গিরিজারঞ্জন বহরমপুরে বদলি হলেন এবং সেখানকার জেলের 'কম্যান্ডান্ট' পদপ্রাপ্ত হলেন। বালক উৎপল সেখানেও তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবার কীর্তিকলাপ লক্ষ করেছিলেন।

তার প্রভাবও পড়েছিল তাঁর মনে। এমনকি, জেল-সংলগ্ন তাঁদের কোয়ার্টার্সেও গিরিজারঞ্জনের উপর বিপ্লবীদের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বালক উৎপল। তাঁরা তখন সপরিবারে বহরমপুরে। উৎপল ও তাঁর ছোটোভাই নিলীনকে ভরতি করা হয় সেখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে। দুই ভাই-ই ছিলেন মেধাবী ও বুদ্ধিমান। উপরন্তু উৎপল ছিলেন অসামান্য স্মৃতিধর। নিতান্ত বালক বয়সেই শেকসপিয়রের নাটকের বহু সংলাপ, বহু সনেট তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বাড়িতে সাহেব অতিথি এলে বালককে সেসব আবৃত্তি করে শোনাতে হত। এতে তিনি নিজেও যেমন আনন্দ পেতেন অতিথিরাও মুগ্ধ হয়ে শুনতেন তাঁর অনবদ্য উচ্চারণের ইংরেজি-আবৃত্তি। নাট্যপ্রীতি, শেকসপিয়র-প্রীতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের প্রতি আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই গড়ে ওঠে তাঁর মনে।

বহরমপুরে কোয়ার্টার্সের কাছেই ছিল পাঠান রেজিমেন্টের পুলিশ। বালক উৎপল লক্ষ করতেন তাদের কঠিন শৃঙ্খলাবোধ, শরীর চর্চা, নিয়মানুবর্তিতা। শুধু দেখতেন না, দেখে মুগ্ধ হতেন এবং নিজের জীবনেও তা অনুশীলন করতেন। ফলে সুন্দর স্বাস্থ্যবান শরীর এবং ডিসিপ্লিন্ড মনের অধিকারী হন সেই বয়স থেকেই। সারাজীবন ধরেই তিনি এই শৃঙ্খলাবোধের এবং নিয়মনিষ্ঠার অভ্যাস বজায় রেখেছেন। পাঠানদের ভাষাও এইসময় রপ্ত করে নেন তিনি। পরবর্তীকালের বহুভাষাবিদ উৎপলের জন্ম এখান থেকেই।

১৯৩৯ সালে আবার বদলি হলেন গিরিজারঞ্জন। এবার কলকাতায়। বাসা নিলেন তখনকার অভিজাত দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায়। উৎপলের বয়স এখন দশ। তাঁকে ভরতি করা হল সেন্ট লরেন্স স্কুলে, ক্লাস ফাইভে। বছর চারেক সেই স্কুলে পড়েছিলেন উৎপল। ১৯৪৩ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ক্লাস নাইনে ভরতি হন তিনি। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর ধারাবাহিক উত্থানপর্ব।

সেন্ট লরেন্স স্কুলে পড়াকালীন ইংরেজি নাটক ছাড়াও আরও

দুটি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল। পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীতে এবং ক্রিকেট খেলায়। মাঝে মাঝে দু একটা বাংলা নাটকেও অভিনয় করেছেন কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্সে এসে শেকসপিয়রের নাটকেই মজে যান তিনি। গড়ে ওঠে গভীর শেকসপিয়র-প্রীতি ও আকর্ষণ। নাটকচর্চার সঙ্গে চলে শরীরচর্চা। শরীরচর্চার অভ্যাস বহরমপুর থেকেই শুরু হয়েছিল। শারীরিক দক্ষতা যে নাট্যাভিনয়ের অন্যতম প্রধান শর্ত তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। পরে, পেশাদার নাটকের স্বার্থে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রবলভাবেই শরীরচর্চা করতে হয়েছিল তাঁকে। প্রধানত শেকসপিয়রের নাটক, ক্রিকেট, পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীত অনুরাগ, শরীর চর্চা এবং অনতিকালের মধ্যেই ভারতীয় মার্গসংগীতে অনুরাগ এবং স্কুলের পড়াশুনো এসব নিয়েই কেটেছিল তাঁর সেন্ট লরেন্স ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পাঁচটি বছর (১৯৩৯-১৯৪৪)।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যেও অনেকেই ভবিষ্যতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেইসব বন্ধুদের স্মৃতিচারণ থেকে, লেখা থেকে জানা যায় কিশোর উৎপলের ছিল দশাসই চেহারা, জোরালো কণ্ঠস্বর এবং চালচলনে একটা ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত আভাস। আর ছিল আবৃত্তি ও বিতর্কে অপ্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ মানসিকতা। সঙ্গে ছিল গভীর বন্ধুপ্রীতি।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ বাংলা, ভারত এবং বিশ্বের রাজনীতিতেও অতি উল্লেখযোগ্য এক কাল। ঘটনাবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ সেই সময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় ও তার বিরুদ্ধতা, বিদ্রোহ, ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলায় মজুতদারদের কালোবাজারি ও ভয়াবহ মন্বন্তর, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত গৃহহীন মানুষের 'ফ্যান দাও' 'ফ্যান দাও' আর্তরব এবং তাদের অসহায় মৃত্যুবরণ। মানুষেরই তৈরি নির্মম দুর্ভিক্ষ। কলকাতার বুকেই ঘটেছে এসব। কিশোর উৎপল নিজের চোখেই এসব দেখেছেন।

প্রতিবাদের জন্য, বিদ্রোহের জন্য মনের মধ্যে জমে উঠছে ঝড়। চোখ কান খোলা রেখে পড়ে চলেছেন দেশ বিদেশের ও রুশ বিপ্লবের কাহিনি ও আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ। তাঁর মধ্যে প্রতিবাদী সত্তার জন্ম সম্ভবত তখন থেকেই। কিংবা একথা অনুমান করা হয়তো অসংগত হবে না যে তাঁর ইংরেজভক্ত 'জেলার' বাবার স্বদেশিদের ওপর অত্যাচার নিপীড়নও তাঁর মধ্যে বাল্যাবধি বিদ্রোহের বীজ বুনে দিয়েছিল!

বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং দেশব্যাপী এই রাজনৈতিক পটভূমিতেই ১৯৪৪ সালে কলকাতায় অভিনীত হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্যের লেখা নাটক 'নবান্ন'। বাংলা নাট্যজগতে সে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। সেই সময়ের শোষণ-পীড়ন-প্রতিবাদের মূর্ত সমাজচিত্র। সেই নাটক দেখে পনেরো বছরের উৎপল চমকে গেছিলেন। কিশোর মনের সেই চমকও পরবর্তী কালের উৎপল-গঠনে অন্যতম উপাদান ছিল, এ বিষয়ে সংশয় করা চলে না।

কিন্তু, তখনও পর্যন্ত তাঁর মূল নাট্যপ্রীতি শেকসপিয়রকেন্দ্রিক। ইংরেজি ভাষাকেন্দ্রিক। ১৯৪৩ সালে, ক্লাস নাইনে পড়ার সময় তিনি প্রথম সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের স্টেজে অভিনয় করলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজের যৌথ উদ্যোগে সেই নাটক প্রযোজনা করেছিলেন সাঁ সুঁসি এবং পরিচালনা করেছিলেন ফাদার উইভার। নাটকের নাম হ্যামলেট। এক সামান্য কবর-কাটিয়ের ভূমিকা ছিল তাঁর। এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাঁর তীব্র আগ্রহ জন্মেছিল রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলির দিকে। খবরের কাগজে রুশ লালফৌজের কীর্তির কথা পড়তেন আর তাদের বাহবা দিতেন। লেনিন ও স্ট্যালিনের সহজ ভাষায় লেখা রাজনৈতিক কাজকর্মের বিবরণ পড়তেন গভীর আগ্রহে। নাটক, বিশেষত শেকসপিয়রের নাটক এবং রাজনীতি, একমাত্র প্রতিবাদী রাজনীতি—এই দুই অনুষঙ্গ মিশে যেতে লাগল তাঁর বিকাশোন্মুখ সত্তায়।

১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন উৎপল।